যায়যায়দিন

15 JUL 2008

ছাত্র রাজনীতি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা উচিত

সিট দখল নিয়ে গুটিকতক ছাত্রের মারদাঙ্গায় সম্প্রতি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো। ক'জন দাঙ্গাবাজ ছাত্রের অছাত্রসুলভ কর্মকাণ্ডে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার ক্ষতি হয়ে গেল। হাজার হাজার অভিভাবকের জন্য তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো লেখাপড়ার জন্য বানানো হয়েছে নাকি মারদাঙ্গার ছাত্র রাজনীতির জন্য এহেন কর্মকাণ্ড দেখে তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়।

পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম রাজনীতি না থাকলেও আমাদের মতো গরিব দেশে তা জিইয়ে রাখার মানেটা কি বুঝি না। বিশেষ করে যে রাজনীতিতে মেধার কোনো অনুশীলনই নেই। ছাত্রনেতা হতে হলে ভালো ছাত্র হতে হবে এমন নিয়ম থাকার দরকার হলেও তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। নানা কারণে দেশের নীতিনির্ধারকরা ছাত্র রাজনীতিতে মেধার সংযোজনে পদক্ষেপ নেয়নি। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদাহরণ এনে নিজ দেশে প্রয়োগের কোনোরকম পদক্ষেপই নেয়নি। ভাবখানা এমন- শিক্ষার বারোটা বাজলে কি যায় আসে? নিজ দল পেশিশক্তি নিয়ে টিকে থাকলেই হলো। এভাবেই বছরের পর বছর মারদাঙ্গার রাজনীতিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মকাণ্ডে আজ দুটি স্রোত সুস্পষ্ট। একস্রোতে মারদাঙ্গা সিট দখলের রাজনীতি আর অন্য স্রোতে লেখাপড়া। এ দুই স্রোতে কোনো সমন্বয় নেই। যারা রাজনীতিতে সক্রিয় তারা লেখাপড়ার ধার খুব একটা ধারে না। বছরের পর বছর ছাত্রের খাতায় নাম রেখে রাজনীতি করেন। একটু রিস্ক নিয়ে দুচারটা মারপিটের সামনে থাকতে পারলেই নেতা সাজা যায়। নেতা সাজলে অনেক লাভ। রাতারাতি নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশে ঘুরঘুর করার অনেক পাতিনেতা জুটে যায়। চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা কদর করা শুরু করে। বসে বসে টাকা কামানোর রাস্তা খুলে যায়।

আমরা আশা করেছিলাম এ সরকার ক্ষমতায় এসে যে দুচারটা মূল্যবান সংস্কার করবে তার মধ্যে ছাত্র রাজনীতিও থাকবে। অন্তত সংসদকে মেধার ভিত্তিতে রূপান্তর আর লেখাপড়ার স্টাইল পাল্টিয়ে মেধার লড়াই ফিরিয়ে আনার সংস্কার। আগামীতে যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন আশা করবো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেন আগের মতো আর দলীয়স্বার্থে ব্যবহার না করে দেশের স্বার্থে তাতে যুগোপযোগী সংস্কার আনা হয়।

এইচ এ রশীদ
harun52000@yahoo.com